

07 JUL 2005



শিক্ষকের নির্মম প্রহারে নিহত শিশু দীপু ইসলাম (বামে)। ডানে, দীপুর মা ও স্বজনদের ক্রন্দন।

৪ শিক্ষকের নির্মম নির্যাতনে শিশুর মৃত্যু

একমাত্র পুত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার

কাগজ প্রতিবেদক : পাশ্চ ৪ প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের দুই দিনের অকথা নির্যাতনে কেড়ে নিয়েছে শিশু দীপু ইসলামের (১২) প্রাণ। শিশু দীপুর অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারের হাসি, আনন্দ, স্বপ্ন আর আশা সবই শেষ হয়ে গেছে। একমাত্র শিশুপুত্র সন্তানকে হারিয়ে বাবা-মা শোকে পাগলপ্রায়। যেন কাদতেও ভুলে গেছেন দীপুর বড়ো তিন বোন। শুধু দীপুর বাবা-মা ও বোনই নয় গোটা নয়াটোলা মহল্লাই যেন এই ফুটফুটে শিশুর মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গেছে। কেউই সহজে মেনে নিতে পারছেন না এ অকাল মৃত্যুকে। দীপুর মৃত্যু শুধু স্বজন নয় কাঁদিয়েছে গোটা

এলাকাবাসীকে। এলাকাবাসী জানান, গত রোববার ও সোমবার কয়েক দফায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাসহ ৪ জন শিক্ষক দীপুকে পড়া না পারার অভিযোগে অকথা নির্যাতন চালায়। পরে অভিভাবকরা তাকে মগবাজার আদদীন হাসপাতালে ভর্তি করেন সোমবার দুপুরে। ৯ ঘণ্টা চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার রাত ৯টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপুকে মৃত ঘোষণা করেন। এলাকাবাসী আরো জানান, ২০৬ নয়াটোলা, মগবাজারের নূর ইসলামের পুত্র দীপু ইসলাম (১২) নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম

৪ শিক্ষকের নির্মম নির্যাতনে

● প্রথম পাতার পর

গত রোববার ও সোমবার দীপু স্কুলে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আক্তার, ইংরেজির শিক্ষক খোরশেদ আলমসহ আরো দুই শিক্ষক পড়া না পারার অভিযোগে তাকে বেদম প্রহার করে। অভিযোগ রয়েছে, বেড নিয়ে পেটানোর পাশাপাশি চড়খাড়া, ঘুষি এমনকি লাঠি মেরে গুরুতর আহত করা হয় দীপুকে। অসুস্থ হয়ে পড়ে দীপু। স্কুলের সহপাঠীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দীপুর বাবা-মা ও স্বজনরা তাকে সেখান থেকে নিয়ে মগবাজার আদদীন হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে দীপুর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। কিছুনি নিয়ে জ্বর হয়। তার অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় দীপু মারা যায়। গতকাল বুধবার দুপুরে দীপুর মৃত্যুর খবর স্কুলে পৌঁছলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুল ছুটি দিয়ে দরজায় তালা খুলিয়ে পালিয়েছে।

৩ বোন ১ ভাইর সংসারে দীপু ছিল সবার ছোট এবং আদরের। দীপুর মৃত্যুতে প্রশ্ন উঠেছে কী এমন অপরাধ সে করেছিল যে, তাকে টানা দুদিন ধরে ৪ জন শিক্ষক মিলে বেদম প্রহার করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে?

এদিকে শিক্ষকের নির্যাতনে দীপুর মৃত্যুর ঘটনা অভিভাবক, সহপাঠী এবং অন্য শিক্ষকরাও সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। দুদিনের নির্যাতনের কারণে তার শরীরের বিভিন্নস্থানে জ্বরের চিহ্ন দেখা গেছে।

দীপুর বাবা নূর ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আক্তার, শিক্ষক খোরশেদ আলম ও অন্য ২ শিক্ষকের অকথা নির্যাতনে তার ছেলে মারা গেছে। দীপুর বড়োবোন কুলসুম আক্তার অভিযোগ করেছেন, দীপু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় স্কুলের পক্ষ থেকে কেউ কোনো বোঝা পর্যন্ত নিতে আসেনি। অপর দুবোন হাজেরা এবং সীনা জানান, ময়নাতদন্ত করে আর কী হবে, যে যাওয়ার সে চলে গেছে, পাশ্চ শিক্ষকরা কেড়ে নিয়েছে শিশু দীপুর প্রাণ। তারা আহাজারি করে প্রশ্ন তুলেছেন, কী অপরাধ ছিল শিশু দীপুর? যে কারণে মৃত্যু তাকে আনিয়ন করলো। এ ব্যাপারে বানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি। শাল ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। শিক্ষক খোরশেদ বাসার তাল্লা দিয়ে গাঢ়াকা দিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আক্তারকে গতকাল দুপুরের পর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

কয়েকজন অভিভাবক, গতরাতে টেলিফোনে জানান, শুধু দীপু নয় ঐ স্কুলের শিক্ষকরা সামান্য অসুস্থ হতে ছাত্রছাত্রীদের অমানুষিক নির্যাতন করে প্রায়ই। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।

রিকশা গ্যারেজের কেয়ারটেকার নূর ইসলামের ৩ কন্যার পর একমাত্র পুত্র দীপু ছিল আদরের ধন। তাকে নিয়ে গোটা পরিবারের ছিল নানা স্বপ্ন। শিক্ষিত হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে- এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নূর ইসলামের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তাইতো মগবাজারের আদদীন হাসপাতালে ৯ ঘণ্টা একমাত্র মৃত্যুপ্ৰথাধারী পুত্রকে বাঁচাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন পরিবারের সবাই। পাশ্চ ৪ শিক্ষকের নির্মম নির্যাতনে জর্জরিত দীপুকে সারিয়ে তুলতে চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। জাহানারা কোশ ও বাবা নূর ইসলামের মিলে মিলে মৃত্যুকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করা হয়।